কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

ECHOES
INDIA

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

নভেম্বর ২০১৪ ৭তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

মানাপাক্কমের খবর

আগস্ট ২০১৪

রবিবার ৩রা আগস্ট

গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর একটা বিবাহের পর্ব সম্পন্ন করেন । গুরুদেবের অসুস্থ অবস্থায় লাগানো নিঃশ্বাসের নলগুলি সরে যাওয়া দেখে খুব ভালো লাগলো এটা ভেবে যে উনি ক্রমশঃ সুস্থ হ'য়ে উঠছেন । উনি ওনার অফিসে ফিরে যাওয়ার পরে অনেক অভ্যাসীরা ওনার সাথে ফটো তুললো । হাল্কা পরিবেশে একটা উৎসবের মুহূর্তের আবহাওয়া লক্ষ্য করা গেল । কিন্তু এরপরে গুরুদেব কিছুটা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পরাতে সারাদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে গেলেন ।

সন্ধ্যাবেলাতে গুরুদেব 'Somewhere in Time' নামে সম্মোহন বিদ্যার উপর একটা ইংরেজী আগ্রহদীপক সিনেমা দেখেন । গুরুদেব দু ঘন্টা ধরে সম্পূর্ণ সিনেমাটা দেখলেন, সন্ধ্যে ৯টা থেকে শুরু করে ।

গুরুদেবের এ সপ্তাহের নিয়মিত সূচী অনুযায়ী গুরুদেব সকালে ৬টা নাগাদ ঘুম থেকে ওঠেন এবং ওনার অঙ্গ সঞ্চালন (Physiotherapy) হ'য়ে যাওয়ার পর চেয়ারে ক'রে অফিসে আসেন। প্রাতঃরাশ করার সময় খবরে কাগজ পড়ে শোনানো হয় । তারপরে কিছুক্ষণ বাইরে রোদে এসে বসেন ।

৪ তারিখে সকাল ৮.৪৫মি. নাগাদ কিছু অভ্যাসী যারা কাছে ছিল গুরুদেব তাদেরকে অল্প সময়ের একটি সিটিং (Sitting) দেন । এরপরে ভিতরে গিয়ে গুরুদেব এক অভ্যাসী (ডাক্তার) ভাই– এর টিভিতে Interview ব্যাঙ্গালোর থেকে সম্প্রসারণ দেখলেন । গুরুদেব খুব আগ্রহ সহকারে অন্ততঃ আধঘন্টার ওবেশী সময় ধরে এই অনুষ্ঠান দেখেন । এরপর গুরুদেব মাইকেল স্যান্ডেল– এর দ্বারা পরিচালিত 'Justice' (বিচার) নামের একটি টিভি অনুষ্ঠান দেখেন এবং বলেন এটি ওনার অন্যতম পছন্দের অনুষ্ঠান ।

৫–৭ই আগস্ট, ২০১৪

সকালে প্রাতঃরাশের পরে এক অভ্যাসী বোন বলে সে "গুরুদেব আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকলেও আমার কখনও মনে হয় না আমার কাছে নেই ।" গুরুদেব প্রত্যুত্তরে বলেন "হ্যাঁ এটাই সদা নিত্য স্মরণের (Constant Remembrance) শক্তি । তুমি যেখানেই থাক না কেন, গুরুদেব আমাদের সাথেই আছেন ।

প্রাতঃ রাশের পর গুরুদেব বাইরে বেড়িয়ে এসে অনেকক্ষণ রোদে বসে থাকেন । উনি জ্যাকিকে গাজা যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান । তিনি এও জানতে আগ্রহী হন ইজ্রায়েল ও প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে । খুব মনযোগে গুরুদেব জ্যাকির কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ শুনে বলেন "ধর্মই হ'ল এই যুদ্ধের মূল কারণ ।" এরপর ১১.৩০ মি. নাগাদ ভেতরে চলে যান ।

৬ তারিখে সকালে এক অভ্যাসী দেখা ক'রতে এলে গুরুদেব বলেন "শুনেছি তুমি সৎসঙ্গ করতে আসো না । কারণ কি?" অভ্যাসী কোন জবাব দেয় না এবং গুরুদেব বলেন "মনে ক'রো না কেবলমাত্র সেবা দেওয়া টা যথেষ্ট নয় । আমরা আমাদের কর্তব্যের খাতিরে সেবা প্রদান ক'রে থাকি কিন্তু শুধুমাত্র তা দিয়ে এগোনো যাবে না । অভ্যাসীদের নিয়মিত ধ্যান অভ্যাস করা উচিৎ । ৭ তারিখ সকালে এক অভ্যাসীর নতুন কেনা গাড়ীটা দেখাতে বেড়িয়ে আসেন । গুরুদেব গাড়ীটার বিভিন্ন বিষয়ে যেমন কন্টোল সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করেন এবং বিশেষতঃ গাড়ীর পিছনে মাল রাখার জায়গাটা দেখে প্রভাবিত হন । এরপর সকাল ৯ টাতে সকলকে সিটিং দেন যা কিনা সকাল ৯ টার সৎসঙ্গের সাথে সমাপতিত হয় ।

হুইশ্পার সংক্রান্ত আলোচনা: ৯ তারিখ, গুরুদেব হুইশ্পার সন্দেশের কিছু কপি দেখতে শুরু ক'রলেন এবং একজন অভ্যাসী সেই বই এর কিছু উদ্ধৃতি পড়ে শোনায় । গুরুদেব খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং ব'ললেন" আমি শ্রেণীকাঠামো (Hierarchy)

শব্দটা কতদিন আগে ব্যবহার ক'রেছি, এখন বাবুজী হুইশ্পারে 'Hierarchy' শব্দটা ব্যবহার ক'রছেন সকলে তা শুনে হেসে ফেললো।

সেখানে চারজন ১৮ বছরের কম যুবক– যুবতী ছিল এবং তারা সকলে ধ্যান অভ্যাস শুরু করার আগ্রহ দেখাল এবং গুরুদেব তাদের কে আন্তরিক ভাবে সিটিং দিলেন।

১০ই আগস্ট – **রাখী বন্ধন**। গুরুদেব সকালে ৬.৩০ মি. এ ওঠেন এবং মোরাদাবাদ থেকে আগত এক ভগিনী গুরুদেবের হাতে রাখী পড়িয়ে দিল। গুরুদেবের পরিবারের সকলে এলেন এবং তিনি খুব সজীব ছিলেন । গুরুদেব প্রাতঃরাশ সারেন এবং কমলেশ ভাই ধ্যানকক্ষে রবিবারের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। গুরুদেবকে সংবাদ পত্র পড়ে শোনানো হয় এবং তিনি চোখ বুজে তা শোনেন। সৎসঙ্গ শেষ হওয়া মাত্র গুরুদেব বললেন তিনি ভেতরে যেতে চান।

তার কিছুক্ষণ পর গুরুদেব বাইরে রোদের মধ্যে এসে ব'সলেন এবং অন্যান্যরা যারা সেখানে ছিল তারা নীরবে বসে রইলো। কয়েকজন ভগিনী এগিয়ে এসে একটা রাখী গুরুদেবের হাতে বেঁধে দেয়।

বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগস্ট ২০১৪

সকালে প্রাতঃরাশ এবং সংবাদ পত্র পড়ার পরে, গুরুদেব অনেক অভ্যাসীদের সাথে দেখা ক'রলেন এবং তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন। চিনের এক ভগিনী চিনি ভাষায় গুরুদেবকে ব'লল "আমি আপনাকে আজ সকালে দেখে খুব আনন্দ পেলাম"। এর উত্তরে গুরুদেব ব'ললেন "আমিও তোমাদেরকে বিভিন্ন ভাষায় দেখে খুবখুশী হ'য়েছি" এতে সকলে হেসে ওঠে। যদিও গুরুদেব অনেক পরিশ্রান্ত ছিলেন , তা সত্ত্বেও সমস্ত আবহাওয়াটা হাল্কা করে দিলেন ওনার কথা দিয়ে। একজন ভগিনী জানায় যে সে সেইদিন চলে যাচ্ছে এবং গুরুদেবের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে যেতে চায়। গুরুদেব ব'ললেন "সকলকে ভালবাসা যাদেরকে তিনি ভালবাসেন।"

ঐ দিন লালাজী মহারাজের মহাসমাধী দিন, কিন্তু গুরুদেব পরিশ্রান্ত থাকায়, খুব অল্প সময়ের জন্য পরিবেষ্টিত সকলকে সিটিং দেন। কমলেশ ভাই সকাল ৯টার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গে হুইশ্পারের বাণী পড়ে শোনানো হয় এবং দিনটির তাৎপর্য্য এবং সতত স্মরণের মধ্যে দিয়ে দিনটি উৎযাপন করার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

শুক্রবার, ১৫ই আগস্ট ২০১৪

দিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস হওয়াতে জোনাল ইন্চার্জ (ZIC) বিনীত রানাওয়াত, সাধনা কক্ষের কাছে পতাকা উত্তোলন করেন। এরপরে কমলেশ ভাই ৯টার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং একটি বিবাহ পর্ব শেষ করেন। কিছুদিন ধরে গুরুদেব কিছুটা দুর্বল বোধ ক'রছেন এবং তা দেখে শঙ্কা যে উনি আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়ছেন। কিন্তু ডাক্তাররা আগে থেকেই সমস্যাটা বুঝে উঠে চিকিৎসা শুরু ক'রে দেন ফলে গুরুদেবের শরীর খুব একটা প্রভাবিত হয় নি।

রবিবার ৩১শে আগস্ট ২০১৪

গুরুদেব সকাল ৭.৩০ মি. সময়ে ওঠার পরে ওনার সমস্ত মেল দেখেন। তারপর প্রাতঃরাশ সেরে অনেকক্ষণ ধরে সংবাদপত্র পড়েন। এরপরে গুরুদেব কিছুটা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ায় শোয়ার ঘরে চলে যান। যখন সকলে ভাবছিল যে গুরুদেব বিশ্রাম নিচ্ছেন, সে সময় সকলকে অবাক ক'রে বাইরে ছাওয়াতে এসে ব'সলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা ক'রলেন একজন অভ্যাসী গুরুদেবকে এসে ব'ললো " আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে ভালবাসা একটা শক্তি হ'তে পারে। সহজমার্গে এসে বুঝতে পারলাম ভালবাসা সত্যিই কতটা ফলপ্রসূ।" আশ্রমের বিষয়ে ব'লতে গিয়ে গুরুদেব ব'ললেন "আমি চাই যে যেখানে ৩০ বা তার অধিক অভ্যাসী রয়েছে সেখানে আশ্রম গড়ে তুলতে। অভ্যাসীদের সিটিং–এর জন্য অন্য কারও বাড়ী গিয়ে অপ্রস্তুত হ'তে হবে না সে ক্ষেত্রে তারা সিটিং আশ্রমেই নিতে পারবে।"

সেপ্টেম্বর ২০১৪

শুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর:দ্বারকাতে অবস্থান : আশ্রমের ঠিক পিছনে গুরুদেব দ্বারকা এয়াপার্টমেন্টে তাঁর ফ্ল্যাটটি উদ্বোধন ক'রতে গল্ফ কার্ট ক'রে গেলেন। সকালে হাল্কা বৃষ্টি হ'চ্ছিল কিন্তু গুরুদেব তৈরী হ'য়ে গল্ফকার্টে ক'রে গেলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত সকলকে নিয়ে সৎসঙ্গ ক'রলেন। সিটিং এর পরে গুরুদেব অনেকটা অবসাদগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আমন্ত্রিত সকলকে কিছু উপহার প্রদান ক'রলেন। ডাক্তারের পরামর্শ ছিল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তা সত্ত্বেও গুরুদেব ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ক'রে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ ক'রে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

ডাক্তারের পরামর্শ ছিল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তা সত্ত্বেও গুরুদেব ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ক'রে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ ক'রে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

সন্ধ্যেবেলাতে গুরুদেব জনা তিরিশেক অভ্যাসীদেরকে নিয়ে কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পর ভেতরে চলে যান। তিনি সন্ধ্যে নাগাদই শুতে চ'লে যান।

শনিবার ১৩ই সেপ্টেম্বর : গুরুদেব তাঁর কটেজে ফিরে আসেন কারণ তিনি খুব পরিশ্রান্ত থাকায় সারাদিন বিশ্রাম নিলেন।

১৫–১৯শে সেপ্টেম্বর : গুরুদেব প্রায় পুরো সপ্তাহটা মূলত বিশ্রাম নিয়েছেন। কখনও কখনও ওনার অফিসে এসে প্রাতঃরাশ বা মধ্যাহ্ন ভোজন ক'রে আবার শোবার ঘরে ফিরে গেছেন। অভ্যাসীদের কটেজে ভিতরে যাওয়ার বিধি নিষেধ ছিল কারণ গুরুদেব কারোর সঙ্গে দেখা ক'রছিলেন না। তবুও যখনই কোন কাজে অফিসে এসেছেন, কোনও অভ্যাসী থাকলে অল্প সময়ের জন্য তাদের দেখা ক'রেছেন। চেন্নাই–এর আবহাওয়া ও মেঘলা এবং বৃষ্টি হ'চ্ছিল সেরকমই কটেজের ভিতরের অবস্থা সঙ্গে সংগতিপূর্ণ গম্ভীর এবং বিশেষ কোন কাজ কর্ম ছিল না। মোট কথা পুরো মাসটা গুরুদেব কটেজের ভিতরে বেশীর ভাগ সময় আবদ্ধ থেকেছেন।

সকালবেলা প্রাতঃরাশ ও সংবাদপত্র পড়ার পর কখনও কখনও গুরুদেব বাইরে রোদে এসে ব'সেছেন এবং ভগিনী এলিজাবেথ্ বাবুজী মহারাজের কিছু চিঠি ও রচনা পড়ে শোনায়। সংকলন ক'রে মিশনের একটি নতুন প্রকাশনার কাজ শুরু ক'রেছে। গুরুদেব সাধারণতঃ বেশ ক্লান্ত ও নিদ্রামগ্ন হ'য়ে থাকেন রোদে বিশ্রাম নেওয়ার সময় কিন্তু যখনই ভগিনী এলিজাবেথ্ বাবুজীর লেখা সাহিত্য পড়া শুরু করে, তখনই গুরুদেব পড়াতে নিবিষ্ট হ'য়ে যান। অভ্যাসীরা সকলে চোখ বন্দ ক'রে গুরুদেবের চারপাশে বসে নীরবতার মধ্যে অদ্ভুত নিমগ্ন হ'য়ে যায়। যখন পড়ার পর্ব শেষ হয় তারপর গুরুদেবের চেহারা প্রকৃতপক্ষে দীপ্তিময় হ'য়ে ওঠে এবং তিনি অভ্যাসীদের সাথে আনন্দের সাথে মিলিত হওয়ার পরে ওনার ঘরে ফিরে যান। এটা একটা খুব কাঙ্খিত পরিবর্তন গুরুদেবের প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে এবং তিনি এটা সত্যিই উপভোগ করেন।

আফ্রিকান সেমিনার – "বিরিং টুগেদার" (সতত তাঁর সাথে)
১৩–২১ আগস্ট ২০১৪

১২ জন অভ্যাসী এগোলা, ক্যামেরুন, কঙ্গো (Brazzaville), আইভরি কোস্ট এবং গাবন দেশসমূহের প্রতিনিধি রূপে মানাপাক্কাম আশ্রমে এক সপ্তাহের সেমিনার যা কিনা ফরাসী ভাষা প্রজ্জ্বলিত আফ্রিকার দেশ সমূহের জন্য আয়োজিত হয় তাতে অংশ নেয় । সেমিনার চলাকালীন অভ্যাসীরা বিশদভাবে হুইশ্পারের থেকে নির্বাচিত অংশের উপর আলোচনা করে যা গুরুত্ব দেয় সতত তাঁর সাথে থাকার অংশের উপর । এক ভগিনী আইভরি কোস্ট এবং একজন অভ্যাসী ভাই এঙ্গোলা থেকে গুরুদেব দ্বারা প্রিফেক্ট নির্বাচিত হয় ।

সেমিনার শেষ হওয়ার আগের গুরুদেব সমস্ত অভ্যাগত অংশগ্রহণকারীদের ওনার কটেজে অর্ভ্যথনা জানান এবং সিটিং দেন যা খুবই গভীর এবং নিগূঢ় । এরা সকলে প্রশ্নোত্তর পর্বে যোগ দেয় ও কমলেশ ভাই এর সাথে গভীর নিমগ্ন থেকে এক বৈঠকে যোগদান করে । যার বিষয় বস্তু ছিল সাধনার উৎকর্ষতার বিভিন্ন দিক । যখন তার বলা শেষ হয় তখন সমস্ত অভ্যাসীরা আধ্যাত্মিকতার নিবিড় ভাবে নিমগ্ন থাকে ।

ওনাম উৎসব উদযাপন্
৬–৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

কেরালা থেকে আগত প্রায় ৩৫০ অভ্যাসীরা মানাপাক্কাম আশ্রমে আসে ওনাম, কেরালা উৎসব, গুরুদেবের সাথে উদযাপন্ করার জন্য । ওনামের দিন (৭ই সেপ্টেম্বর) অভ্যাসীরা সকলে মিলে ফুলের সমারোহে একটি নক্সা গুরুদেবের কটেজের ফটকের বাইরে তৈরী করে । গুরুদেব এটা দেখার জন্য বাইরে এসে সকলকে এই উৎসবের উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান । গুরুদেব তার বক্তব্যে সমস্ত অভ্যাসীদের সমস্ত বিভেদ ভুলে ঐক্য ও সংগতির মাধ্যমে ভাষা, সংস্কৃতির ভেদাভেদের উর্দ্ধে ওঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং ওনাম উৎসবের জন্য সকলকে শুভকামনা জানান । সমস্ত সেচ্ছাসেবক মিলে ওনাম উৎসবের জন্য প্রায় ৩০০০ জনের জন্য বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে যারা রবিবারের সৎসঙ্গে যোগদান করে ছিল । অভ্যাসী ভগিনীরা সন্ধ্যেবেলায় ধ্যানকক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিবেদন করে যা গুরুদেব ওনার কটেজ থেকে দেখে উপভোগ করেন । ৮ তারিখ আর একটি ফুলের সমারোহে নক্সা (পুকালাম) তৈরী করে যা গুরুদেব বাইরে এসে দেখেন এবং ওনার কটেজে কেরালা থেকে আগত অভ্যাসীদের সাথে মত বিনিময় করেন ।

তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের প্রিফেক্টদের সেমিনার
২৩–২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রায় ৪০০ জন প্রিফেক্ট মানাপাক্কামে ৫ দিনের এক সেমিওনারে অংশ গ্রহণ করে । কমলেশ ভাই প্রতিদিন সকাল ৯টার সময় সৎসঙ্গ পরিচালনা ক'রেছিলেন এবং ৪ দিন তিনি প্রিফেক্টদের সম্বোধন করা ছাড়াও তাদের কিছু বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন । গুরুদেব প্রিফেক্টদের তৃতীয় দিন সম্বোধন করেন এবং "বিনম্রতা"র (Humility) উপর বলেন যা কিনা এই সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল । তিনি বিনম্রতা ব'লতে বোঝান ভেতরে এবং বাইরে একই রকম এবং নিজের প্রতি সত্য নিষ্ঠ থাকা । তিনি কখনই নিজের দায়িত্ব প্রিফেক্ট, সিনিয়ার প্রিফেক্ট, সেক্রেটারি ও মিশনের প্রেসিডেন্ট পদসমূহের ব্যাপারে কখনই আগ্রহী ছিলেন না । তিনি ছিলেন তাঁর গুরু বাবুজী মহারাজের চেলা (শিষ্য) সেটাই যথেষ্ট । তাঁর জীবন মিশনের কাজেই কেবল নিবদ্ধ আছে এবং তা অত্যন্ত সুখকর অনুভূতি । কাজ এমন ভাবে করা যখন বাবুজী মহারাজের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে । এটাই গুরুদেবের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ।

যদিও গুরুদেব সেমিনারের সব সময় প্রিফেক্টদের কাছে থাকতে পারেন নি, কিন্তু নিয়মিত প্রতি দিনকার কার্য বিবরণী সম্পর্কে অনুষদের কাছ থেকে অবহিত হ'তেন । একটি ঘরোয়া আলোচনাতে গুরুদেব বলেন যে প্রিফেক্টরা প্রকৃত ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হন । তিনি আরও বলেন "গুরুদেব কে অন্তর্মুখী ক'রে তাঁর শিক্ষাকে বহির্মুখী ক'রে তোলার জন্য", একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি

আমাদের প্রত্যেকের জন্য যেন তার উপর আমরা কাজ করি এবং তা অভ্যাসে পরিণত করি।

সূচনা পর্বে কমলেশ ভাই তার বক্তব্যে জোর দেন প্রিফেক্টদের ব্যবহারের উপর যা অভ্যাসীদের শুরুর সময়ের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কার্যকরী হয় যাতে তারা মিশনে অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। অন্যান্য দিনের বক্তব্যে কমলেশ ভাই বিভিন্ন বিষয় যেমন অভ্যাসীদের প্রকৃত অবস্থার অনুধাবন কেমন ভাবে করতে হয়, হুইশ্পারের গুরুত্ব ও উপযোগিতা, বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভ্যাসীদের ভূমিকা এবং নিয়মিত ও নিবিড় ধ্যানের অভ্যাস এ সবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। আরও বলেন গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে এবং ব্যাখ্যা করেন বিনম্রতা, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতা কি ভাবে গ্রহণযোগ্যতাকে সাহায্য করে। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশতঃ আমরা অযৌক্তিক ধারণা, বিদ্বেষ, অভিমত সমূহের অত্যধিক বোঝা নিয়ে বেড়াই। আমাদের শিখতে হবে কি ভাবে লোককে ধৈর্য্য সহকারে মেনে নেওয়া উচিৎ এবং তার ফলে আমাদের গ্রহণযোগ্যতার পথ সুগম হয়।

গুরুদেব ও কমলেশ ভাই– এর এই সমস্ত বক্তব্য তামিল ও কন্নড় ভাষায় অনুবাদ ক'রে দেওয়া হয় থাকে প্রিফেক্টদের সুবিধা হয় যারা কেবল তাদের মাতৃভাষাতেই কথা বলতে পারে। সেখানে গ্রুপে আলোচনা, ব্যক্তিগত সিটিং এর মত বিনিময় এবং নানাবিধ স্বেচ্ছাসেবক কাজে এ সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে অবহিত করা হয় এবং গ্রুপে কাজ করার অনন্য অনুভূতি বর্ণনা করা হয়।

চাইনীজ সেমিনার

২–৬ অক্টোবর ২০১৪,

চিন দেশের মূল ভূখন্ড থেকে (১১৩) অভ্যাসী, এ ছাড়াও তূর্কী থেকে তিনজন ও ১৬ জন দঃআফ্রিকা থেকে অভ্যাসীরা মানাপাক্কাম সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। সেমিনার পর্বের ৩ দিন কমলেশ ভাই বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয় ৫ই অক্টোবর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সকলে এই রকম প্রেরণামূলক অধিবেশন সঠিক ভাবে উপলব্ধি এবং উপভোগ করে। কমলেশ ভাই চিন এবং দঃআফ্রিকা থেকে আগত প্রিফেক্টদের সঙ্গে সম্মেলনের মাঝে দুবার সিটিং করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আদান– প্রদানের মাধ্যমে আলোচিত হয়।

শেষ দিন সকলে সান্ধ্য চাইনিজ ভোজে যোগ দেয় যা চাইনিজ অভ্যাসীরা বিশেষ ভাবে তৈরী করে। পাঠ্যগার কক্ষের ছাদে তা আয়োজিত করা হয় এবং কমলেশ ভাই বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন সান্ধ্য সৎসঙ্গের পরে অভ্যাসীরা সকলে কটেজের বাইরে বাগানে কিছু মূল্যবান সময় গুরুদেবের সাথে কাটান। পাঁচদিনের সেমিনার শেষ হওয়ার পর ৬৫ জন চাইনিজ অভ্যাসী সৎখোল হিমালয়ান আশ্রমে ৭ থেকে ১১ই অক্টোবর ভ্রমণ করে।

প্রথম বার্ষিকী সমারোহ, ভি জি টি এম স্থানীয় আশ্রম, অন্ধ্রপ্রদেশ

এই সমারোহ সমস্ত অভ্যাসীদের প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সাথে উদযাপিত হয় রবিবার ৭ই সেপ্টেম্বর। পাঁচটি কেন্দ্র এবং কুড়িটি উপকেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০০ জন অভ্যাসীরা যোগদান করে যা পারত পক্ষে ছোট ভান্ডারাতে পরিণত হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট তিনবার সৎসঙ্গ এবং বিভিন্ন আলোচনার আয়োজন করা হয়। ভক্তি ও ভালবাসার উপর হাল্কা নাটিকা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের ওপর নৃত্যশৈলী, গুন্টুর– বিজয়ওয়ারা থেকে আগত ছোটদের অনুষ্ঠান, পরমানন্দজনক, অভ্যাসীদের গাওয়া গান সমূহ অনুষ্ঠান সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের হৃদয় আধ্যাত্মিকতায় দীপ্তিমান হ'য়ে ওঠে।

সহজ মার্গ কুইজ, নভসারী, গুজরাট

৫ই অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সহজমার্গের ওপর একটি প্রশ্নমালা (QUIZ) অনুষ্ঠান নভোসারী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় "কৌন বনেগা ক্রোড়পতি " নামে ভারতের এক জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানের আদলে এই কুইজ প্রোগাম পরিচালনা করা হয়। এই ভাবনার উদ্দেশ্য সব অভ্যাসীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সাথে সঞ্চার করা ফলস্বরূপ নতুনত্ব প্রদান ও আকর্ষনীয় প্রশ্নমালার সামগ্রিক রূপ তৈরী করা। অভ্যাসী ভাইয়েরা কম্পিউটারাইজড্ প্রোগামের সাহায্যে মিশন এবং সহজ মার্গ সাধনার বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নমালা সাজানো হয়। এই খেলাতে আগ্রহী অভ্যাসীদের মধ্যে থেকে নয় জনকে নির্বাচন করা হয়। এই খেলাতে সব সমেত ১৩টি প্রশ্নমালা রাখা হয়। প্রত্যেকে কুইজ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিল এবং উৎসাহের সাথে যোগদান করে। অনুষ্ঠানে মিশনের বই , গুরুদেবের ছবি এবং মিশনের একটি সিডি। ডি ভি ডি পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়।

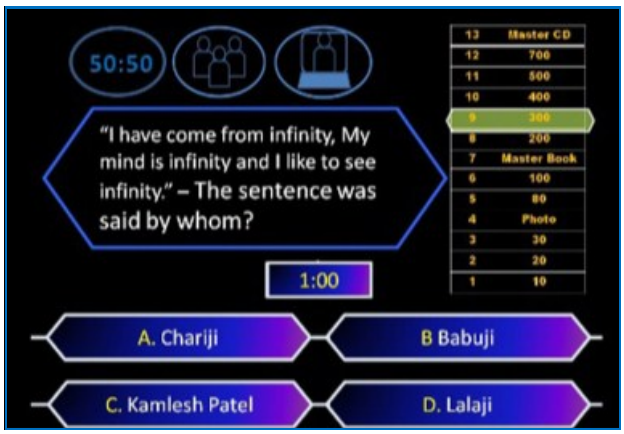

সেবাদানে প্রস্তুত, নানদিয়াল আশ্রম, এ.পি.

১২ থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনদিনের একটি মিলনোৎসব শিবির আয়োজিত হয় সমস্ত অঞ্চলে কর্মরত ১৭০ জন স্বেচ্ছাসেবকদের কে নিয়ে। সমস্ত অংশগ্রহণকারী কে আগে এক মাস যাবৎ একটি সুপরিকল্পিত পরীক্ষামূলক প্রকল্প দিয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। কমলেশ ভাইএর ক্রমাগত প্রেমপূর্বক সহায়তা দিয়ে ভাই গঙ্গাধর (ZIC) ১৫ জন সদস্য নিয়ে একটি দলের সাহায্যে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করে।

ভালবাসা, সেবা এবং একাত্মবোধ এই তিন অন্যতম বিষয় স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টি গ্রাহ্য করা হয়। এই বিষয়ে স্বীকৃতি এবং উন্নতিসাধন করা সুচারু রুপে উপস্থাপনা করা হয়। হুইশ্‌পার বাণী, সাম্প্রতিক গ্লিম্‌স্ এবং কিছু গুরুদেবের বক্তৃতার (DVDs) ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রতিদিন সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয় তারপরে ১০ মিনিটের নীরবতা এবং Glimpses এর একটি উপখ্যান দেখানো হয়। সারাদিন বিভিন্ন অধিবেশন এবং প্রতিটি অধিবেশনে হুইশ্‌পারের উপর বর্ণিত একটি আলোচ্য বিষয় পড়ে শোনানো হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের ও স্পন্দনের অনুভূতির কথা জানতে চাওয়া হয় এবং তা লিখে রাখার জন্য বলা হয়। তারা সকলে তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থার একনিষ্ঠ রূপান্তর অনুভব ক'রতে সক্ষম হয়।

'Slices of Eternity' নামের একটি অনুপ্রেরণা মূলক ভি ডিও দ্বারা কি ভাবে একজনের পরিবর্তন সাধিত হয় তা শেখানো হয়। এইভাবে গুরুদেবের সেই বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে 'One sparrow can make a summer and one person can make a difference' বোঝানো হয়। প্রতিদিন আসল অনুষ্ঠানের পরে প্রিফেক্টদের সিটিং, যুবাদের সিটিং অনিষ্ঠিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হয় যে ভাবে আমাদের গুরুদেবের সেবার বিষয়ে, যে তিনি নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এবং তাঁর গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ চিন্তায় মানবজাতির কল্যাণ সাধনের সেবা প্রদান করা। আমাদের মধ্যে এই ভাবের রূপায়ণ তাঁকে অনুসরণ ও সামনে রেখে যে কোন কাজ সম্পন্ন করা।

অংশগ্রহণকারী সমস্ত অভ্যাসীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া তথ্য এক সপ্তাহ পরে সংগ্রহ করা হয়। তারা প্রত্যেকে গুরুদেবের ভালবাসার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে আরও নিবিড় অভ্যাস এবং ভালোবাসার রা সেবারতী হওয়াতে উৎসাহী হ'য়ে ওঠে যাতে তাদের কেন্দ্রগুলিতে ফিরে যখন আবার কাজ করা শুরু ক'রবে।

প্রিফেক্টদের সভা

উত্তরাখন্ড

ZIC-এর দ্বারা ৩০ ও ৩১ সংখোল সতকোল হিমালয়ান আশ্রমে Zone ১৮ (উত্তরাখন্ড) –এর সমস্ত প্রিফেক্ট ইনচার্জ এবং CIC-দের নিয়ে দুদিনের একটি সম্মেলনীর আয়োজন করা হল । ১৮ জন অংশগ্রহণকারী একটি অনিয়মিত বাতাবরণে একত্রিত হয়ে নিজেদের কেন্দ্রের বিভিন্ন গতিবিধির সম্বন্ধে আলোচনা করলেন । স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করার জন্য হৃদয় কে কি ভাবে কাজে লাগাতে হয় এই বিষয়ের উপর সচেতনা জাগিয়ে কার্যক্রমটি সমাপ্ত হল । যাতে একাত্ম এবং আত্মীয়তার একটি অদ্ভুত বন্ধন তৈরী হল ।

কাকীনাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ

১৩ই সেপ্টেম্বর কাকীনাড়া আশ্রমে AP- 1B ২৫ জন প্রিফেক্টকে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয় । সকাল ৯টায় সৎসঙ্গের পর ZIC একত্রিত অভ্যাসীদের সম্বোধন করে, কমলেশ ভাই –এর সাথে আলোচনার দরুণ উঠে আসা মূল্যবান বিন্দুগুলির সম্বন্ধে জানালো হল । বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন কি ভাবে সিটিং দেওয়া উচিৎ, কি ভাবে অবস্থার অধ্যয়ণ করা উচিৎ, সিটিং দেওয়ার সময় পরামর্শের গুরুত্ব, প্রিফেক্টদের চরিত্র এবং হুইশ্পারের গুরুত্বের উপর চর্চা হল । মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কাকীনাড়া আশ্রম থেকে ২২ কি.মি. দূরে অবস্থিত অমরাভিলি আশ্রমে আয়োজিত সৎসঙ্গ কার্যক্রমের সমাপণ হল ।

ZIC - দলের ভিলওয়ারা, পূর্ব রাজস্থান পরিদর্শন

প্রিফেক্ট পুরণমল বাইন্দা কে নিয়ে 7B Zone ZIC ডাঃ জে. মধুকর কোচর ২৮ সেপ্টেম্বর ভিলওয়ারা পরিদর্শন করলেন । ১১৬ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে অংশ নিলেন । ভ্রাঃ কোচর উপস্থিত অভ্যাসীদের সম্বোধন করলেন এবং নিজের, গুরুদেবের সাথে ব্যতীত কিছু স্মরণীয় মুহূর্তগুলির সম্বন্ধে জানালেন । উনি বললেন যে একটি অভ্যাসী মিশনে যোগ দেওয়ার অনেক আগে থেকে গুরুদেব তার উপর কাজ করতে শুরু করে দেন এবং গুরুদেবই তাকে মিশনে নিয়ে আসে । উনি অভ্যাসীদের যদি কোন জিজ্ঞাসা থাকলে প্রশ্ন করতে বলেন এবং নিজের বক্তৃতার শেষে বলেন যে, কোন প্রশ্ন না থাকা একটি ভাল আধ্যাত্মিক অবস্থার লক্ষণ । Brunch-এর পর ভ্রাঃ কোচর এখনকার ধ্যানকক্ষ থেকে ৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত একটি জমির পরিদর্শন করেন যেখানে ভিলওয়ারা আশ্রম নির্মাণের কথা । আধ ঘন্টা সেখানে থাকার দরুণ উনি জমিটির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং বাকি থাকা বিভিন্ন ফর্মালিটিগুলির সম্বন্ধে বলেন । তাঁর এই ভিলওয়ারা ভ্রমণে, অভ্যাসীদের মিশনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করলেন ।

নবরাত্রি উৎসব, বদোদ্রা গুজরাট

৫ই অক্টোবর প্রায় ৫০ জন শিশু এবং তরুণেরা পরম্পরাগত পোশাকে বদোদ্রাতে নবরাত্রি উৎসব পালন করল । সৎসঙ্গের পর বাচ্চারা প্রায় ১.৩০ঘন্টা ধরে অতি উৎসাহ, প্রেম এবং ভ্রাতৃত্ব বোধ নিয়ে গরবা খেলে । মনে হল যেন তারা একটি ভক্তির নৃত্য গুরুদেবকে উৎসর্গ করল । বাচ্চাদের উৎসাহ দেখে বয়স্ক অভ্যাসীরাও তাতে যোগ দিলেন । আশ্রমে হাল্কা জলখাবারের পর সবাই ফিরে গেল ।

U-Connect প্রস্তুতি

আত্ম–বিকাশ কোর্স, সিকিম, ইউনিভারসিটি

"আধ্যাত্মিকতা সন্দর্ভে আত্ম–বিকাশ ব্যবহারীক পথ" এই বিষয়টির উপর U-Connect প্রস্তুতির অন্তর্গত সিকিম ইউনিভারসিটি একটি স্বেচ্ছামূলক কোর্স আরম্ভ করল । U-Connect যুবাদের মূল্যবোধের উচ্চাকাক্ষা নিয়ে জীবন–যাপন করার পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়েছিল; তাদের একটি সন্তুলিত জীবন–যাত্রা , আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নিয়ে সততার সাথে সংসারিক জীবন –যাপন করে দেশ নির্মাণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ।

এই কোর্স টির রচনা এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে পড়ুয়া আত্মবিশ্লেষণ, গভীর মনন এবং সাধনার দক্ষতা তৈরী করে যেটি সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ ও প্রাকৃতিক ভাবে আন্তরিক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয় । এই কোর্সটিকে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর গড়া হয়েছিল যেমন মূল্যবোধ, নিজেকে আবিষ্কার করা, যোগবিদ্যা, দৈবীক শক্তির ধারণা, চিন্তাশক্তি,সাধনার অভ্যাস এবং জীবন–যাপনের তথ্য, উৎকষ্টতা, আমাদের নির্ণয় এবং প্রেম ।

ভ্রাঃ হর্সল জবালে (পুনে), মিসাল মেহতা (কলকাতা), রবি তেলাঙ্গ (সিকিম) এবং ভগিনী এলিজাবেথ্ কিংস নর্থ (চেন্নাই) – এদের তত্ত্বাবধানে ৬ই সেপ্টেম্বর কোর্সটি আরম্ভ হল । পড়ুয়াদের থেকে খুবই যথার্থ মতামত পাওয়া গেল । তারা তাদের প্রয়োজন মত কোর্সটিতে পরিবর্তন করতেও সাহায্য করল ।

শিক্ষক এবং ফ্যাসিলিটেটর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পুলগাঁও আশ্রম মহারাষ্ট্রা

১৭ এবং ১৮ আগস্ট পুলগাঁও আশ্রমে ২৪ জন U-Connect শিক্ষক এবং ফ্যাসিলিটেটরদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা হল । নাগপুর, চন্দ্রপুর, ওয়ার্ধা, রায়পুর(ছত্তীশ গড়) যাবতমল এবং পুলগাঁও থেকে স্বেচ্ছাসেবীরা এই প্রশিক্ষণে অংশ নিলেন । শ্রীধর থোড়া (মুম্বাই) এই সভাটির পরিচালনা করলেন, সুধীর জী. অকোজয়ার (CIC চন্দ্রপুর কেন্দ্র) কর্মশালাটির সহযোজন করলেন ও আর. রাজেন্দ্রন (ZIC) এবংপুলগাঁও কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবীরা খুব উৎসাহের সাথে কর্মশালাতে কাজ করলেন ।

অভ্যাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে Mock session-এর উপস্থাপনা করলেন এঅবং বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা ও কার্যকলাপে যুক্ত হলেন । PPT-দের নিয়ে মারাঠীতে একটি সত্র হল যাতে কোর্সটি স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত করা যায় । সমাপণ সত্রে একটি রোড ম্যাপ বানানো হল এবং খুবই আগ্রহ দেখালেন ।

নাচিপালায়ম আশ্রম, কোয়ম্বটোর তামিলনাড়ু

১৫ থেকে ১৭ আগস্ট নাচিপালায়ম আশ্রম, কোয়ম্বটোরে তিন দিনের একটি U-Connect প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হল যাতে তামিলনাড়ু এবং কেরালা থেকে প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী উপস্থিত হলেন । একটি আইস ব্রেকারের পর U-Connect-এর ভাবনা, প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট কি ভাবে যাওয়া যায়, সংযোজক, ফ্যাসিলিটেটর এবং প্রশিক্ষকদের কি করণীয় বা দ্বায়িত্ব এই বিষয়গুলির ওপর চেন্নাই থেকে আসা ভ্রাঃ শ্রী রমন এবং কৃষ্ণণের নেতৃত্বে একটি সত্র পরিচালিত হল । তারা কিছু Mock session-এর দ্বারা সত্রটি পরিচালনা করলেন এতে অংশগ্রহণকারীদের ১২টি দলে বিভক্ত করা হল এবং প্রত্যেকটি দলকে U-Connect কার্যপ্রণালীর একটি করে অধ্যায় দেওয়া হল ।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন প্রত্যেকটি দল বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি Mock session-এর উপস্থাপনা দিল । কার্যক্রমের সমাপণ একটি মতামত পর্ব দিয়ে হল এবং পরের Action Plane ঠিক করা হল । এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি অংশগ্রহণকারীদের কলেজে এই সত্রগুলির আয়োজন করার প্রয়োজনীয় সাহস ও দক্ষতা প্রদান করল ।

নিজের কেন্দ্রে কি ভাবে শুরু করবেন বা ZIC-এর সাথে কি ভাবে যোগাযোগ করবেন, তা বিশদ ভাবে জানবার জন্য uconect@srcm.org তে Email করুন

যুবা কার্যক্রম

ত্রিচি, তামিল নাড়ু

১৬ এবং ১৭ আগস্ট ত্রিচি আশ্রমে Zone 2B-র ১৮ থেকে ১৫ বছর বয়সের ৪৭ জন অভ্যাসীদের জন্য একটি দুদিনের অধিবেশনের আয়োজন করা হল । এই কার্যক্রমে প্রাকৃতিক চিকিৎসা, আত্ম বিশ্লেষণ, দলগত ভাবনা, নেত্রীত্বের এবং নিজেকে উপযুক্ত করে তোলা এই বিষয়গুলির উপর উর্বর পর্বের আয়োজন হল । রন্ধন স্বেচ্ছাসেবীরা "অগ্নিবিহীন খাদ্যের" আয়োজন করলেন ।

আরও কিছু পর্বে সাধনা এবং সহজমার্গ অভ্যাসের যুবকদের জন্য কি গুরুত্ব এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হল । এই আলোচনাগুলি তাদের মধ্যে অগ্নিসঞ্চার করল এবং সংকল্প ও সাহস নিয়ে বদ্ধপরিকর হয়ে গুরুদেবের এই কথাকে মনে করিয়ে দিল "নিজের ভিতরের সিংহকে গর্জন করতে দাও ।"

বাঙ্গালোর কর্ণাটকা

২১ শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোরের বণশঙ্করী আশ্রমে "যোগাযোগ" বিষয়টির উপর ৩৫ জন যুবকদের নিয়ে একটি একদিনের কার্যক্রমের আয়োজন করা হল । এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজের সাথে যোগাযোগ এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা, শোনা এবং অন্যদের কাছে সহজমার্গ সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলতে হবে এই বিষয়গুলি বোঝানো । এই বিষয়গুলির উপর গুরুদেবের বক্তৃতার ভিডিও ক্লিপিং দেখিয়ে বিশদ ভাবে বোঝানো হল ।

"নিজের সাথে যোগাযোগ" এই বিষয়টির অংশ হিসেবে প্রত্যেক কে হুইশ্পারের একটি সন্দেশে মনন এবং সাধনার জন্য দেওয়া হল । চিন্তাধারা এবং ভাবনাকে একশন শরিক – এর সাথে আলোচনা করতে দেওয়া হল 'Flipping the Switch' এই খেলাটির মাধ্যমে বিভিন্ন অবস্থা এবং বাতাবরণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের যোগাযোগ কি হওয়া উচিৎ এই পরীক্ষা– নিরীক্ষা করা হল । আর একটি খেলার মাধ্যমে ভাল স্রোতা হবার জন্য কি কি গুণের প্রয়োজন এটি দেখানো হল ।

প্রত্যেক টি দলকে একটি করে গুরুদেবের বক্তৃতা দেওয়া হল যে গুলি একটি বিশেষ স্রোতা বর্গকে উদ্দেশ্য করে গুরুদেব বলেছিলেন । এই টির উপর আলোচনার পর প্রত্যেকটি দল থেকে একজন করে বললেন । এরপর 'Oh!' খেলাটি খেলা হল যার মাধ্যমে দেখান হল যে একই শব্দকে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করলে এবং বিভিন্ন মুখ ভঙ্গির সাথে বললে কি ভাবে তার অর্থ বদলে যায় ।

অংশকারীদের "অনিবার্য অধ্যয়ণ" বই এর সূচি দেওয়া হল, যা সহজমার্গের দর্শন বোঝার জন্য খুবই উপযোগী । প্রস্তাব দেওয়া হল যে অভ্যাসীরা রবিবার দিন স্বেচ্ছাসেরা শেষ করার পর খালি থাকবেন তারা একত্রিত হয়ে আধা ঘন্টা অধ্যয়ণ করতে পারেন ।

রচনার বিশ্লেষণ কর্মশালা

শব্দসমাপ্ত রচনা উৎসব ২০১৪–র রচনাগুলির বিশ্লেষণ Zone স্তরে আয়োজিত করা হল ।

ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ

Zone 8A

উদ্দেশ্য ছিল সব অভ্যাসীদের বিশ্লেষণ নিয়মাবলীর সাথে অবগত করানো । কিছু বক্তৃতার পর সকলকে একটি প্রশ্নাবলী ভর্তি করতে বলা হয় যা অভ্যাসীদের মধ্যে উৎপন্ন শঙ্কার সমাধানে সাহায্য করল । প্রত্যেক অংশকারীকে বিশ্লেষণের জন্য রচনার নমুনা দেওয়া হল, এবং তারপর মূল্যাঙ্কন মান এবং কি ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে তা বোঝা হল । এরপর অংশকারীরা যা শিখলেন সেই ভিত্তিতেই আবার থেকে একই রচনার মূল্যায়ণ করতে বলা হল । একটি Open House এবং নিম্নলিখিত ফ্যাসিলিটেটরদের মতামত নিয়ে কর্মশালাটি সমাপণ হল: সুদর্শন সিংহ (বাহেরী সেন্টর), ডা. রাজীব কুমার (আগ্রা সেন্টার) এবং বিনোদ কুমার (সীতাপুর সেন্টার) ।

গাজীয়াবাদ, UP (Zone 12A)

২৭ ও২৮ সেপ্টেম্বর ৭০০টি রচনার মধ্যে ৪৫০টি রচনা প্রাথমিক মূল্যায়ণের পর প্রায় ৪০টি রচনা বেছে ওয়াল্ড হেড কোয়াটার মানাপাক্কাম, চেন্নাই–এ পাঠিয়ে দেওয়া হল । নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী মূল্যায়ণের জন্য উপস্থিত ছিলেন ।

সাধনাকে নিয়মিত করা

গুরগাঁও দিল্লী

'Dynamic Practice' -এ বিষয়ের উপর Zone আশ্রম দিল্লীতে প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা হিন্দীতে আলোচনা পর্ব আয়োজিত করা হয় । আগস্ট মাসে শুরু হওয়া তিনঘন্টা এই পর্বের পর সৎসঙ্গ হয় । এখনও পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর চর্চা হয়েছে সহজমার্গ সাধনার মূলতত্ত্ব, গুরু, ভ্রাতৃত্ব, ডায়েরীলেখা, সাফাই, চরিত্র গঠন এবং সাধনার বিধি । অক্টোবর মাস থেকে "দশসূত্র" বিষয়ের উপর আলোচনা করা হবে । এই গুলির উদ্দেশ্য হল অভ্যাসীদের মূল অভ্যাসের উপর জোর দেওয়া । এই কার্যক্রমটিতে কার্যবিধিকে আরও পরিস্কার করে বোঝানো এবং অভ্যাসীদের মনখুলে আলোচনা করতে ও ভ্রাতৃত্বের অনুভব করতে সাহায্য করল ।

অংগোলা, অন্ধ্রপ্রদেশ

অভ্যাসকে নিয়মিত করাবার জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ৭দিনের একটি কার্যক্রমের আয়োজন করা হল । ১৮ জন অভ্যাসী এতে অংশ নিলেন । সাধনার প্রত্যেকটি দিক যেমন সতত স্মরণ এবং দশসূত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডিভিডি এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হল । ভ্রাঃ এম ভাস্কর (CIC) সম্পূর্ণ কার্যক্রমের অংশ নিলেন এবং অভ্যাসীদের উৎসাহিত করলেন ।

কারুমাথমপত্তি, পশ্চিম তামিলনাড়ু

২১শে সেপ্টেম্বর ভগিনী এ কে মুথুলক্ষ্মী "অনুভবের আদান–প্রদান" –এ বিষয়টির উপরে কোয়ম্বটোর থেকে ২০ কি.মি. দূরে

অবস্থিত কারুমাথমপত্তি কেন্দ্রে একটি অধিবেশন–এর আয়োজন করলেন যাতে ৩০ জন অভ্যাসী অংশ নিলেন । কার্যক্রমের মুল বিষয় ছিল সহজমার্গের আসার পর নিজের মধ্যে কি কি পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় । যে গুণগুলি অভ্যাসীরা বর্ণনা করলেন সেগুলি হল: গুরুদেবের প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বাসের বৃদ্ধি, ক্রোধ কম হওয়া, ঈর্ষা কম হবার অনুভব, সহ্যশক্তি ও ধৈয্যের বৃদ্ধি, বেশী আত্ম বিশ্বাস, চিন্তার হ্রাস, বেশী সরলতা এবং অগাদ ভ্রাতৃত্ব বোধ । সবারই অনুভব শুনতে খুবই চিত্তাকর্ষক লাগল এবং অভ্যাসীরা এই কার্যক্রমে অংশ নিয়ে খুব আনন্দ পেল ।

গুলবর্গা, কর্ণাটকা

৬ এবং৭ই সেপ্টেম্বর "মিশনের সাতিহ্য অধ্যায়ণের গুরুত্ব" এই বিষয় এর উপর আশ্রমে একটি কার্যক্রমের আয়োজন করা হল । গুলবর্গা, বিদর, হম্নাবাদ, চাঙ্গলের, চিতপুর, সেদম, চিনচোলী, শোরাপুর, গোগী এবং অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ১৫০ জন অভ্যাসী উপস্থিত হলেন । সকালের সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের বক্তৃতাগুলি থেকে উদ্ধৃত বক্তব্য, প্রচুর উদাহরণ, গ্রাফিক ডিজাইন, অডিও এবং ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে বিস্তারিত উপস্থাপন দেওয়া হল । সন্ধ্যা সৎসঙ্গ দিয়ে কার্যক্রমটি সমাপণ হল । সকল অভ্যাসীরাই বিপুল আনন্দ অনুভব করলেন এবং কার্যক্রম থেকে লাভান্বিত হলেন ।

ত্রিচি, পূর্ব তামিলনাড়ু

১৪ সেপ্টেম্বর একদিবসীয় সম্মিলনির আয়োজন করা হল । Zone 2B (পূর্ব তামিলনাড়ু)–র অন্তর্গত তিনটি শাখা: ভিল্লুপুরম, ত্রিচি, এবং তন্জোর এই প্রত্যেকটি জায়গা আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে একদিবসীয় সভার আয়োজন করবে যাতে ভ্রাতৃত্ববোধের সন্দেশ অভ্যাসীদের দেওয়া যায় ।

সভার মূল বিষয় ছিল "লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া ।" প্রত্যেকটি কেন্দ্র একটি করে বিষয় তৈরী করে এনেছিল যে গুলি হল– সহ্যশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, সমর্পণ, সেবা আজ্ঞাপালন, বিশ্বাস, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্বএবং প্রেম । এই দিনটি শুরু হল শিশু এবং তরুণদের দ্বারা আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দিয়ে । তারপর কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা পর সন্ধ্যা সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের সমাপণ হল ।

কুড্ডালোর, পূর্ব তামিলনাড়ু

২১শে সেপ্টেম্বর ভিল্লুপুরম, নেভেলি, পন্ডীচেরী, কুড্ডালোর এবং অন্যান্য কেন্দ্র থেকে প্রায় ১২০ জন অভ্যাসী বার্ষিকী হাব সম্মেলনের জন্য একত্রিত হলেন। SMSF- কে ধ্যান কক্ষ দানে দেবার পর এটাই প্রথম সব থেকে বড় কার্যক্রম ছিল। সহজমার্গের মূলতত্ত্বের উপর দলীয় আলোচনার পর 'Realisation'-এর বক্তৃতা হল। *'India in the West'* - এর DVD টি দেখানো হল এবং কুড্ডালোর থেকে আসা দুজন অভ্যাসী *At the feel of the Master- The Becoming of a Disciple* by brother Prashanth Vasu. এই বইটির উপস্থাপনা প্রস্তুত করলেন।

বদোদ্রা গুজরাট

বদোদ্রা শহরটি সাতটি Zone - এতে বিভক্ত। প্রত্যেকটিতে একটি স্বেচ্চাসেবী দলকে একটি করে কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে আয়োজিত সভা, Open house এবং অন্যান্য কার্যকলাপগুলির আয়োজন সাধনার মানের উন্নতির জন্য করা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর মকরপুরা এবং মন্জলপুর থেকে আসা প্রায় ৪৫ জন অভ্যাসী 'জীবনের উদ্দেশ্য' এই বিষয় টির উপর আয়োজিত একটি কর্মশালায় উপস্থিত হলেন। সৎসঙ্গের পর অভ্যসীদের নিজেদের উদ্দেশ্যে ডায়েরীতে লিখতে অনুরোধ করা হল এবং তারপর তিনটি প্রশ্ন দেওয়া হল যার উপর বিবেচনা করতে বলা হল। Reality at Dawn-বই থেকে "জীবনের উদ্দেশ্য"–এই অধ্যায় থেকে একটি অনুচ্ছেদ শোনাবার পর অংশকারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হল এবং তারা কি বুঝতে পারল তার উপর আলোচনা হল। এরপর একজন প্রিফেক্ট এই অনুচ্ছেদটি বোঝালেন ও অভ্যাসীরা জোড়ায় জোরায় নিজের অনুভবের আদান–প্রদান করলেন। শেষে সবাই আবার থেকে নিজেদের নতুন অনুভবের ভিত্তিতে জীবনের উদ্দেশ্য ডায়েরীতে লিখলেন। এই কর্মশালাটি খুব উপয়োগী হল।

তিরুপুর, পশ্চিম তামিলনাড়ু

৫ই অক্টোবর চেট্টীপালায়ম আশ্রমে সকালের সৎসঙ্গের পর ভাই এন. প্রকাশ সেপ্টেম্বরের শেষে মানাপাক্কামে আয়োজিত প্রিফেক্টদের সম্মেলনের উপর একটি লঘু বক্তৃতা দিলেন। সকালে জলখাবারের পর ৬০০ জন উপস্থিত অভ্যাসী নিজেদের প্রিফেক্ট যাদের থেকে তারা Individual sitting নেন, তাদের একটি করে দল বানালেন। প্রিফেক্টরা বললেন কমলেশ ভাই জোর দিয়েছেন একটি সুনিশ্চিত সময়ে ধ্যান করার জন্য। এই প্রস্তাবটিও দেওয়া হল, যে অভ্যাসীদের বাড়ীতে সাধনা করতে অসুবিধা তারা এক জায়গায় উপস্থিত হয়ে ধ্যান করতে পারে।

অভ্যাসে আগ্রহ জাগানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। কমলেশ ভাই–এর উপদেশ, ফল পাবার জন্য কম করে ১০ দিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে করতে হবে। আলোচনার পর অভ্যাসীরা এই উপদেশটিকে খুব আগ্রহের সাথে কার্যকর করার মনোভাব নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। এখন শহরে দুটি জায়গায় প্রত্যেক দিন সকাল ৬টায় সৎসঙ্গ হয়।

ভিট্টল কর্ণাটকা, উপকূল

২১শে সেপ্টেম্বর "উদ্দেশ্য" বিষয়টির উপর পুরোদিনের কার্যক্রম হল। ১৬ জন অভ্যাসী উপস্থিত হলেন এবং এই আলোচনা দিয়ে কার্যক্রমটি শুরু করলেন যে কি ভাবে সাধনার সাথে সাথে তাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বাবুজী মহারাজের বই থেকে উদ্ধৃত অংশ পড়ার পর অভ্যাসীরা জানতে পারলেন যে, গুরুদেবই জীবনের আসল উদ্দেশ্য। তারা উদ্দেশ্য প্রাপ্তির বিভিন্ন মাধ্যমের সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং শেষে বুঝলেন যে প্রার্থনার এই পংক্তিটি "তুমি জীবনের মূল উদ্দেশ্য"–এর কি অর্থ।

গ্রাউন্ডিং ইন দ্যা প্রাক্টিস

এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলি ভারতে বিভিন্ন কেন্দ্রে পুরোদমে চলছে । এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূলত চারটি ভাগ সাধনা, সাফাই, ডায়েরী লেখন ও প্রার্থনা ।

Bikaner

২৬ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের বিকানেরে একটি কর্মশালা আয়োজন হল যাতে বিকানের, লাডনন, যশয়ন্তগড়, ডিডয়ানা, কুচেরা এবং শ্রী গঙ্গনগর কেন্দ্র থেকে ৮৫ জন অভ্যাসী উপস্থিত হলেন ।

Hapur

৭ই সেপ্টেম্বর হাপুর আশ্রম, উত্তরপ্রদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগ দিয়ে ৮৭ জন অভ্যাসী লাভ পেলেন ।

Goa

১৬ এবং ১৭ আগস্ট গোয়া, কারায়ার এবংকোলহাপুর থেকে ৩২ জন অভ্যাসী গোয়াতে আয়োজিত কার্যক্রমে অংশ নিলেন ।

Triprayar

১২ অক্টোবর ত্রিপ্রয়ার আশ্রম কেরলাতে একটি সভা আয়োজিত হল যাতে ৩৪ জন অভ্যাসী অংশ নিলেন ।

বার্তার বিস্তার

ইকোজের দল ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে আয়োজিত Open House -এর উপর লেখা রচনাগুলি পেয়েছে । এই কার্যক্রমে কিছু ছবি নীচে দেওয়া হল ।

Agra

Gwalior

Puliampatty

Khataulli

Valsad

Bhilwara

New Publication Releases

What is Sahaj Marg
English

What is Sahaj Marg
Kannada

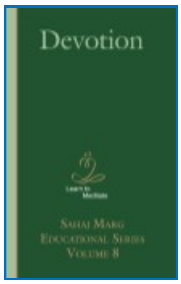

Devotion
English

HeartSpeak 2011
Marathi

HeartSpeak 2013
English

HeartSpeak 2011
Hindi

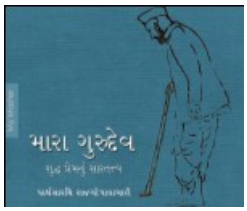

My Master
MP3 Audiobook
Gujarati

এক ঝলকে

বলিয়া, উত্তরপ্রদেশ

১৪ সেপ্টেম্বর বলিয়ার একটি পলিটেকনিক কলেজে যুবা সম্মেলনে আয়োজন হয়। বিষয় বস্তু ছিল "যুবা: সম্ভাবনা উদ্যোগের সময়"। প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া এবং ২৫ জন শিক্ষক ও অভিভাবক এই সম্মেলনে অংশ নিলেন।

শিশু এবং যুবা কেন্দ্র, কলকাতা

কলকাতা আশ্রমে বেশী সংখ্যায় শিশুদের কথা মাথায় রেখে গুরুদেব–এর আজ্ঞা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র শিশু এবং যুবা কেন্দ্রের নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হল। একটি খোলা জায়গায় যেখানে শিশুরা খেলত সেইখানে এই নির্মাণটি করা হল। ১৪ আগস্ট এই নতুন সুবিধার উদ্বোধন কলকাতা আশ্রমে একটি ছোট উৎসবের মাধ্যমে করা হল যাতে CIC স্বেচ্ছাসেবীদের তত্ত্বাবধানে বাচ্চারা একটি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করল।

মূল্যভিত্তিক শিক্ষা সংবাদ

নিউ দিল্লী

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে এবিএন্স পাবলিক স্কুলে কার্যক্রমটি শুরু করা হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন করে হত। যদিও প্রথমদিকে পড়ুয়ারা খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু প্রথম তিনটি অধ্যায় শেষ হতে না হতে ৮ থেকে ১২ ক্লাস–এর পড়ুয়ারা মোটামুটি নিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। সাহস, আন্তরিকতা এবং বিনম্রতাকে মূল্য হিসাবে মানতে প্রচুর প্রতিরোধও হল। প্রত্যেকটি পড়ুয়ারা যতই হোক না কেন, কিছু না কিছু উপকার পেল।

দ্বিতীয় সংস্থান, পশ্চিম দিল্লীতে অবস্থিত বিদ্যাভারতী স্কুল ৮ থেকে ৯ কক্ষের পড়ুয়াদের জন্য জুলাই ২০১৪ থেকে ক্লাস আরম্ভ করল। এই স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যা প্রচুর। দুটি ক্লাসের সাতটি বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন পড়ুয়া আছে। দুটো স্কুলই দিল্লীর বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক এলাকাতে অবস্থিত। যাইহোক এখান থেকেও প্রতিক্রিয়া মোটামুটি একই রকম পাওয়া গেল।

মুম্বাই ,মহারাস্ট্রা

২৭ আগস্ট প্রায় ৪৫ জন শিক্ষক অম্বানী বিদ্যামন্দির মারাঠী মিডিয়াম স্কুল, নাগোথানে তে সচেতনতা হবার উপর আয়োজিত কার্যক্রমে অংশ নিলেন। সীমা ত্রিপাঠী কার্যক্রমটি সরল এবং প্রভাবী রূপে পরিচালনা করলেন। সভার শেষের দিকে কিছু শিক্ষক সাধনার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। পাঁচ থেকে ছয় জন শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্য করবে বলে কথা দিলেন এবং ৮ ও ৯ কক্ষের পড়ুয়াদের ক্লাস নেবার প্রস্তাবও রাখলেন। প্রধান শিক্ষক বাচ্চাদের মধ্যে মানবিক গুণে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গুরুত্বের বিষয় বললেন এবং তাতে মূল্য ভিত্তিক শিক্ষার মহাত্মা বোঝালেন। উনি ও স্বেচ্ছাসেবীদের সবরকম সাহায্য দেবার আশ্বাস দিলেন।

Email vbe@shpt.in আপনি ও যদি নিজের কেন্দ্রের কোন স্কুলে মূল্যভিত্তিক শিক্ষার কার্যক্রম শুধু করতে ইচ্ছুক তাহলে ZIC-র সঙ্গে সম্পর্ক করুন

সোলাবন্ধন আশ্রম, তামিলনাড়ু

আলোর কেন্দ্র

মাদুরাই থেকে ২৮ কি.মি. দূরে সোলাবন্ধন একটি শহরতলী পঞ্চায়ত । ৫ই আগস্ট ১৯৮৭ সালে এখানে ডা. সাদায়ান্দী নিজের বাড়িতে SRCM কেন্দ্রটি আরম্ভ করেন । প্রথম দিকে প্রায় ১৫ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গ আসতেন । ৭০ ও ৮০–র দশকে গুরুদেব বহুবার শোলাভন্দরে এসেছিলেন ডা. সাদায়ান্দীর বাড়িতেই সৎসঙ্গ করেছিলেন । গুরুদেব কেন্দ্রটির উন্নতি এবং বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ।

আশ্রম

যখন আশ্রম করার প্রয়োজন মনে করা হল তখন ডা. সাদায়ান্ডী শোলাবন্দন রেল স্টেশনের নিকটে ২ একর ৪৩সেন্ট জমি কিনলেন । যার মধ্যে থেকে ১ একর ২০ সেন্ট আশ্রমের জন্য দেওয়া হল । ১৯৯৬ সালে অভ্যাসীদের দেওয়া দান এবং মুখ্যালয়ের আর্থিক সাহায্য নিয়ে আশ্রম নির্মাণ আরম্ভ করা হয় । ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই যুক্ত সচিব, ২৪ আগস্ট ১৯৯৮ সালে নির্মাণকালে ভ্রমণে আসেন এবং সবরকম সাহায্য প্রদান করেন । আশ্রমটি পঞ্জীকরণ ১২মে ১৯৯২ সালে করা হয় এবং গুরুদেব এটির উদ্বোধন ১২ জানুয়ারী ২০০০ সালে করেন । ৩০০ জনের ও বেশী অভ্যাসী বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একত্রিত হন ।

সাধনা কক্ষটি ৫২ x ২২ ফিট বড় এবং তাতে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী একসঙ্গে বসতে পারে । এ ছাড়াও আশ্রমে ভিতর একটি রান্নাঘর, গ্রন্থাগার, এবং শৌচালয় সমূহ আছে । বিভিন্ন Open House এর দ্বারা অভ্যাসীদের সংখ্যা বেড়ে ১১০ হয়েছে যারা নিয়মিত ভাবে রবিবারের সৎসঙ্গতে আশ্রমে উপস্থিত হন । প্রত্যেক তৃতীয় রবিবারে একটি পুরোদিনের কার্যক্রম আয়োজিত হয় এবং চতুর্থ রবিবারে স্বেচ্ছাসেবা আয়োজন হয় । এই কেন্দ্রটিতে একটি প্রভাবী তরুণের দল আছে যারা আধ্যাত্মিক সচেতনতা বিস্তার করছে । তারা ক্রেষ্ট (CREST) কার্যক্রমে অংশ নেয় । বিভিন্ন লঘু নাটীকার দ্বারা সাধনার প্রতি সচেতনতা জাগায়, দলীয় আলোচনায় এবং দক্ষতা বিকাশ কার্যক্রমে যোগ দেয় । এই কেন্দ্রটি প্রাথমিক চরণে ডিন্ডিগুল, বাতলাগুন্ডু এবং তাদিপত্তী এই নিকটবর্তী উপকেন্দ্রগুলি দেখাশোনাও করেছে ।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2014 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. “Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", “SRCM”, “Constant Remembrance” and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.